দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 JAN 2009

সংঘাতপূর্ণ ছাত্র রাজনীতি বন্ধে ইসি'র উদ্যোগ কাজে আসছে না

॥ জসীম উদ্দিন ॥

সংঘাতপূর্ণ ছাত্র রাজনীতি থামানোর লক্ষ্যে নিজেদের নেয়া পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত বিফলেই যাচ্ছে বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দখল এবং পাল্টা দখলকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত-সহিংসতা চলছে তাতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে কমিশনের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না বলেই তারা বলছেন। ইসি সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, ভোটার মারপ্যাঁচে নিবন্ধনের বৈতরণী পার হওয়ার পর প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র রাজনীতির বিষয়ে পুরনো ধারণাতেই স্থির রয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে না বললেও কার্যত রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণেই তারা চলছে। শিক্ষাঙ্গনের চলমান সংঘাতকে অন্তত আইন-শৃংখলার বিষয় হিসাবে নিয়ে হলেও কঠোর হাতে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্টরা সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলো বলছে, ছাত্র সংগঠনগুলো স্বাধীনভাবে স্ব স্ব গঠনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হবে বললেও বাস্তবতা ভিন্ন। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্র সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা চলে আসছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলমান সংঘাত-সহিংসতাকে আইন-শৃংখলার বিষয় হিসাবে নিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ফলে সরকারকেই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। যদিও প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ দাবি করেছেন, তারা ছাত্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করছেন না।

প্রসঙ্গত নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে (আরপিও) রাজনৈতিক (১০ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

সংঘাতপূর্ণ ছাত্র রাজনীতি

(প্রথম পৃঃ পর)

দলগুলোর নিবন্ধনের জন্য গঠনতন্ত্রে ছাত্র সংগঠনকে অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন হিসাবে না রাখার শর্ত আরোপ করে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল কমিশনের আরপিও'র এ শর্ত পূরণ করলেও প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ভোটার মারপ্যাঁচে বিষয়টি এড়িয়ে যায়। প্রথমে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তখন কমিশনে দেয়া খসড়া গঠনতন্ত্রে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলকে সহযোগী সংগঠন হিসাবে রেখে দিলে কমিশন তাতে আপত্তি জানায়। পরে কমিশনের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা শেষে উভয় দল গঠনতন্ত্রে 'নিজস্ব গঠনতন্ত্র দ্বারা ছাত্র সংগঠন পরিচালিত হবে' এমন বিধান যুক্ত করার পর কমিশন তাদের নিবন্ধন দেয়।

দুই দলই তাদের খসড়া গঠনতন্ত্রে ছাত্র সংগঠনকে সহযোগী সংগঠন হিসাবে রাখে। তাতে বলা হয়, ছাত্র সংগঠন সহযোগী হিসাবে থাকলেও তারা স্ব স্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং তাদের উপর দলীয় কোন প্রভাব থাকবে না। নিবন্ধনের ৬ মাসের মধ্যে কাউন্সিল ডেকে খসড়া গঠনতন্ত্র অনুমোদন করতে হবে। গত অক্টোবরে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন শেষ হয়।

শিক্ষাঙ্গনে সাম্প্রতিক বিশৃংখল ঘটনার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কমিশন বলছে, তারা মহৎ উদ্দেশ্যে ছাত্র রাজনীতিকে মূল ধারার রাজনীতি থেকে পৃথক করতে চেয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো সহযোগিতা না করলে এক্ষেত্রে সফলতা আসবে না। সহিংসতা বিষয়ে মূল রাজনৈতিক দলের সংস্কৃতি পরিবর্তন না হলে কোথাও পরিবর্তন হবে না। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) এম সাখাওয়াত হোসেন গতকাল সোমবার ইত্তেফাককে বলেন, ছাত্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে না এবং তারা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে দলীয় গঠনতন্ত্রে এমন বিধান অন্তর্ভুক্ত করেই রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধন নিয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা প্রমাণ হচ্ছে না। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। তবে সংঘাত সহিংসতা যেহেতু আইন-শৃংখলার সঙ্গে জড়িত তাই এটা এখন আর রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়। বরং সরকারের বিষয়। তাই সরকারকে এটা কঠোরভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

সরকার বিষয়গুলো কিভাবে নেয় এখন সেটাই দেখার বিষয়। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধনের জন্য দলের গঠনতন্ত্র অস্থায়ীভাবে সংশোধন করে আমাদের দিয়েছে। ৬ মাসের মধ্যে তা কাউন্সিল ডেকে চূড়ান্ত করতে হবে। তখন আমরা দেখবো ছাত্র সংগঠনের বিষয়টিকে তারা কিভাবে নেয়। আমরা উপজেলা নির্বাচনের পর বিষয়টি নিয়ে কমিশন বৈঠকে বসবো।

সুশাসনের জন্য নাগরিক-সৃজনের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এ বিষয়ে বলেন, মূল দলের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন না এলে তারা নিয়ন্ত্রণ করুক বা না করুক অঙ্গ বা শাখা সংগঠনেও পরিবর্তন হবে না। এখন, যেহেতু এটা আইন-শৃংখলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই সরকারকে কঠোরভাবে এসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণ না করলে কোন কাজ হবে না। ছাত্র সংগঠনগুলো স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হচ্ছে না দল থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তা দেখে এখন লাভ নেই।

নিবন্ধনের সময় ছাত্র সংগঠন না রাখার বিষয়ে কমিশনের সঙ্গে আওয়ামী লীগের পক্ষে নিয়মিত যোগাযোগ করেছেন দলের দপ্তর সম্পাদক ও সংসদ সদস্য এডভোকেট আব্দুল মান্নান খান। ছাত্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ না করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চলমান সংঘাত বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সংশোধিত গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করেছে ছাত্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। নিয়ন্ত্রণ করছেও না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘাত সম্পর্কে তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ দেশের কোথাও আইন-শৃংখলার অবনতি হলে সরকারের দায়িত্ব তা নিয়ন্ত্রণ করা। দেশবাসীর নিরঙ্কুশ রায় পাওয়ায় আওয়ামী লীগ সরকারকে এজন্য যা যা করার সবই করতে হবে।

নিবন্ধনের সময় নির্বাচন কমিশনে বিএনপির প্রতিনিধি দলের যুগ্ম মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান এ বিষয়ে ইত্তেফাককে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যা ঘটছে তাকে দেখতে হবে নৈতিকতা ও আইনের আলোকে। তিনি ছাত্রলীগের নাম উল্লেখ করে বলেন, সংগঠনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে আচরণ করছে তা নৈতিক ও আইনসঙ্গত নয়। নিবন্ধনের শর্ত অনুযায়ী তারা সরকারি দল আওয়ামী লীগের অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন না হলেও তাদের কর্মকাণ্ড সমর্থনযোগ্য নয়।